দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 2 . SEP 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

থানা শিক্ষা অফিসারের ২ শত পদ শূন্য

শাহজাহান সরদার ॥ দেশের ৪৯০টি থানা শিক্ষা অফিসার পদের মধ্যে ২ শত পদ প্রায় এক বছর ধরিয়া শূন্য পড়িয়া আছে। দুই হাজার সহকারী থানা শিক্ষা

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

থানা শিক্ষা অফিসার

(১ম পৃঃ পর)

অফিসার পদের মধ্যে শূন্য রহিয়াছে ৫ শতটি। থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ নিজ নিজ থানার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হইলেও দীর্ঘদিন ধরিয়া দেশের প্রায় অর্ধেক থানায় থানা শিক্ষা অফিসার না থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হইতেছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা নামে আলাদা বিভাগ করা হইয়াছে। এ বিভাগটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সূত্রে জানা গিয়াছে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ৫টি শ্রেণী থাকা সত্ত্বেও দেশের অনেক স্কুলে ৫ জন শিক্ষক নাই। এখন গড়ে ৪ জন করিয়া শিক্ষক রহিয়াছে। একটি স্কুলে কমপক্ষে ৫ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকিলেও এমনও স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক আছেন মাত্র এক হইতে দুইজন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে থানা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদ পূরণের জন্য ১৬ই জানুয়ারী-৯৫ বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে চিঠি পাঠায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শূন্য পদগুলি পূরণ সম্ভব হয় নাই। এদিকে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের পদ বৃদ্ধির জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৫টি শ্রেণীর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে ৫-জন করিয়া শিক্ষক দেওয়ার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাইয়াছে।

থানা শিক্ষা অফিসার, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার এবং শিক্ষক স্বল্পতা ছাড়াও দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি নানা সমস্যায় জড়িত। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেও আসবাবপত্র যেমন বেঞ্চ-টেবিলের স্বল্পতা রহিয়াছে। স্কুল ভবন পাকা করিয়া সরকারীভাবে যে পরিমান চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ছাত্রদের স্থান সংকুলান হইতেছে না। ইহা ছাড়া হাজার হাজার স্কুল ভবনের দৈন্যদশা আছে। নড়বড়ে স্কুল ঘরসহ বেঞ্চ-টেবিলের সংকট মারাত্মক। দেশে বর্তমানে ৩৭ হাজার ৭ শত ১০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। স্কুলগুলিতে বর্তমান সেট আপ অনুযায়ী শিক্ষকের শূন্য পদ রহিয়াছে প্রায় ৫ হাজার। সরকারী হিসাব মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখন ছাত্র সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। দেশের ১ হাজার দুইশত পঞ্চাশটি ইউনিয়নে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী হাতে নেওয়া হইয়াছে। এ কর্মসূচীর সফলতা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য রহিয়াছে। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের শিক্ষা দানের চাইতে ছাত্র সংগ্রহ, খাদ্য বিতরণ এবং সরকারের জন্য রিপোর্ট প্রণয়নের জন্যই বেশী [illegible] থাকিতে হয়।